সুইটির বিয়ে

শাহাবুদ্দিন শুভ

আজ সুইটির বিয়ে শুনে একটু খারাপ লাগছে। যে মেয়েটিকে অন্ধের মত ভালবাসতাম সেই আজ অন্যের ঘরের ঘরণী হবে। কেন যেন এলোমেলো ভাবনায় ডুব দিলাম। নিজে নিজেই আবার মনকে প্রবোধ দেই। কার জন্য আজ আমার ভবানা! যে আমাকে একদিন বলে ছিল তুমি কাপুরুষ, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তোমার মাঝে কোন পুরুষত্ব নেই। আমার আছে কি নাই তা আমি ভালই জানি। কারণ আমি তাকে শুধু ভালবেসেছিলাম। চেয়েছিলাম ভালবাসার মাঝে শরীরকে না টানতে আর তাই হিতে হয়েছে বিপরীত। শরীরকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এমনকি আমিও পারি না। আমিও যে রক্তে মাংসের একজন মানুষ। কোন মহা মানবতো নই। কিন্তু তা বিয়ের আগে আমি চাইনি।

যে সুখ আমি পেয়েছিলাম। তার আর কোনদিন পাব কি না জানি। আমার হাতে হাত রাখার সাথে সাথে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু" ঝড়েছিল। জানি না কেন নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। এ যে এক অন্য রকম আনন্দ। কিযে সুখ তা লিখে কি বুঝানো যায়? এর পেছেনে যে কারণ পরে খোজেঁ পেয়েছিলাম। তা হচ্ছে এক সাথে অনেকগুলো বছর একই স্কুলে আমি ওর সাথে পড়েছি। মনের অজান্তে কখন যে সুইটিকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসেছিলাম তা নিজেও বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম ওকে ছাড়া আমার আর চলবে না। তখন আমা থেকে অনেক দুরের একজন হয়েছে সে। বাবার চাকুরির সুবাধে শ'কিলোমিটার দুরে তার অবস্থান। যোগা যোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় চিঠি ছাড়া আর কোন মাধ্যম ছিল না। আমাকে প্রায়ই চিঠি দিত আমিও তার চিঠির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতাম। হঠাৎ একদিন তাদর বাসার মোবাইল নাম্বার দিয়ে বলল যেন সন্ধ্যায় ফোন করি। আর কি বলতে হবে তা লিখেছিল। দুরু দুরু বুক নিয়ে ফোনের দোকানে গিয়ে ফোন করলাম সুইটি ফোন রিসিভ করেছিল। অনেক কথা হল ওর পরিবারের সবাই আমাকে চিনত। তাই বলল সজিব আম্মুর সাথে কথা বল আমি আন্টির সাথে কথা বললাম। আমাদের পরিবারের সবার খোঁজ খবর নিলেন।

এভাবে ওকে প্রায়ই ফোন দিতাম। আর তখন আমার কাছে ফোন না থাকায় আমাকে কোন দিন ফোন করেনি সুইটি। এইচএসসি পাশ করার পর ও ঢাকায় আর আমি বিভাগীয় সদেরই থেকে গেলাম। হোষ্টেলে ওর বান্ধবীদের ফোনে ওর সাথে কথা বলতাম। আর তখন আমারও একটি মোবাইল ছিল। দু'বছর আগে যখন সুইটি মোবাইল কিনে তখন যোগাযোগ আর বেড়ে যায়। প্রতিদিন অসংক্য বার ফোনে কথা হত আমাদের। আমাকে বলত সজীব তোমার সাথে কথা না বলে আমি থাকতে পারিনা। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি সজিব।

আমার থেকে অনেক দুরে থাকে সুইটি। বেশ ক’দিন ধরে আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। আমিও যে চাই না তা কিন্তু নয়। চেষ্টা করি কিন্তু সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না তার সাথে দেখা করার। ওর অভিমানের কথা আমাকে আহত করে আমি দেখতে যেতে চাই ওকেও। অনেক কষ্ট করে সময় বের করি ঢাকায় যাবার জন্য। বাসায় আম্মুকে জানাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের একটি কাগজ আনার জন্য যাচ্ছি। আম্মু আমাকে বলেছেন সজিব যাচ্ছিস বাবা তা ভাল কথা একটু সাবধানে থাকিস। আর কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চলে আছিস। আমি কিন্তু তোর জন্য চিন্তায় থাকি সারাক্ষণ। অথচ সুইটির সাথে দেখা করার জন্যই এই মিথ্যা বলা। নিজে নিজে অনেকটা দগ্ধ হতে থাকি। যে আমি আম্মুর সাথে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি তা আবার আজ করতে হল। তার পর সুইটির অভিমান ভাঙ্গাতে আমার ৫০০ কিলোমিটার দুরে ছুটে চলা।

সুইটি আর আমি এক সাথে ঢাকা শহরের অনেক জায়গা ঘুরলাম। ওকে হোষ্টেলে ফিরিয়ে দিতে। সিএনজি করে যাচ্ছি আমরা দু’জন। ওকে নামিয়ে দিতে যাব এমন সময় আমার হাতে ওর হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল। তখন কিযে আনন্দ তা লিকে বুঝানোর মত নয়। পরের দিন ওকে নিয়ে আবার ঢাকার বেশ কিছু এলাকা ঘুরলাম্ পরের দিন ভোরে আমাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আবারও হোষ্টেলে গেল। এই দেখাই ছিল আমার সাথে সুইটির শেষ দেখা। আমি কোন চিন্তা করিনি এই দেখাই আমার শেষ দেখা হবে। অথচ এই দেখাই আমার সাথে শেষ দেখা ছিল সুইটির সাথে।

চলের আসার পর একদিন সুইটি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলল আমার নাকি সাহস নাই। একথা এজন্য বলেছে যে তার যে শারীরিক চাহিদা ছিল বিয়ের আগে তা আমার দ্বারা মিটানো সম্ভব ছিল না। অথচ সে আমার কাছে তাই ছেয়েছিল। আর তাই নিজের চাহিদা মেঠাতে বসে থাকেনি সে। যে আমি এতবছর তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিরাম আমার সে আসায় ঘুড়ে বালির মত অবস্থা করেছে। অন্য একজন সঙ্গী বেছে নিতে তার তেমন সময় লাগেনি। তার সাথে অতিতারাতারি শারীরিক সর্ম্পক সহ সবকিছুই হল, বাদ যায়নি কিছুই। আর তা আমি জেনে ছিলাম ওর বান্ধবীর মাধ্যমে।

ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে সুইটি দেখেছিল ওর বিয়ে কথা বার্তা চলছে। তাই এক বান্ধবীকে দিয়ে ফোন করিয়ে বাসায় বলেছে যে রেজিষ্ট্রেশন ফরমে নাকি কোথায় ভুল হয়েছে। তাই যত তারাতারি তাকে ঢাকায় যেথে হবে। সেখানে গিয়ে আর হোষ্টেল না গিয়েই যে ছেলেটার সাথে শারীরিক সর্ম্পক হয়েছিল তার সাথেই কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করেছে এবং সাথে সাথে বাসায় মাকে জানিয়েছে।

প্রথমে রাগ করলে পরে মেনে নেন কারণ ভালভাবে যদি বিয়ে না হয় তাহলে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তারা আর মুখ দেখাতে পারবেন না। তাই বাধ্য হয়ে ছেলে পক্ষকে তাদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানান। এবং পাত্রে মা ও আর ক’জন আসার পর মেয়ে পচন্দ হয়েছে বলে সাথে আংটি পড়িয়ে আকদ পড়ানো হয়। আর আজ দেড় বছর পড়ে সুইটিকে উঠিয়ে নিচ্ছে ওর স্বামী। ইচ্ছে ছিল ওকে বউয়ের সাজে কেমন লাগে দেখতে। কিন্তু আবারও কেন যেন দেখতে মন সায় দিল না। পরিবারে মতে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তা হলে হয়তো আমিও যেতাম কিন্তু যে কিনা

শারীরিক সর্ম্পক ছাড়া ছাড়া কিছুই বুঝে না। ভালবাসার মুল্য তার কাছে কিছুই না, কাউকে সাহস নেই, কাপুরষ বলতে বিভেকে বাধে না তার বিয়েতে কি করে যাই।

শাহাবুদ্দিন শুভ
সম্পাদক
সিলেট পরিক্রমা
(প্রতিদিনের অনলাইন)
০১৭১৬১৫৯২৮০